কোস্ট ট্রাস্ট তারিখ ২২ মে ২০২০ **খসড়া অবস্থান পত্র**

আসন্ন বর্ষাকালে ঘূর্নিঝড় পরবর্তী উপকূলীয় এলকার বাঁধসমুহ, কৃষি ও মৎস সম্পদ রক্ষা অন্ত্যন্ত জরুরী জরুরী ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ মেরামতের জন্য স্থানীয় সরকারকে যুক্ত করে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ নিশিচত করতে হবে

ঘূর্নিঝড় আম্ফানের কারনে উপকূলীয় এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সরকারী প্রেস নোট অনুসারে এই ক্ষয়ক্ষতির পরিমান হচ্ছে ১১০০ কোটি টাকা। উপকূলীয় এলাকায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বাঁধ এবং মৎস সম্পদ। এই মুহুর্তে সরকারের প্রাথমিক হিসাব অনুসারে উপকূলীয় এলাকার বিভিন্ন জেলায় বিশেষ করে সাতক্ষিরা, বরগুনা, বাগেরহাট জেলায় প্রায় ১৫০ কিলোমিটারেরও বেশী বাঁধ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং তা জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের জন্য প্রায় ৩০০-৪০০ কোটি টাকার প্রয়োজন বলে পানি উন্নয়ন বোর্ড তাদের প্রাথমিক হিসাব দিয়েছে।

ঘূর্নিঝড় আম্ফানের কারনে উপকূলীয় এলাকায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে সাতক্ষীরা ও খুলনা জেলা। সরকারী তথ্য মতে এ দুটি জেলার প্রায় ৯৬ কিমি: (সাতক্ষীরা ৫৭ কি:মি: এবং খুলনা ৩৯ কি:মি:) বেড়ীবাধ ক্ষতিগ্রস্থ। পাশাপাশি আমরা বিভিন্ন জেলায় কর্মরত আমাদের আমাদের বন্ধু সংগঠণ, স্থানীয় উন্নয়ন কর্মী এবং সাংবাদিক যারা উপকূলীয় জেলাগুলোতে কাজ করছেন তাদের মাধ্যমেও তথ্য নেওয়ার চেষ্টা করেছি। তাদের পর্যবেক্ষণ এবং সরকারী প্রতিবেদন অনুসারে যে তথ্য পাওয়া গেছে তাতে দেখা গেছে বাগেরহাটে ৪টি উপজেলায় ৮-১০ কি:মি: পিরোজপুরে ২টি উপজেলায় প্রায় ৪ কি:মি: ভোলায় জেলায় প্রায় ১৮ কিমি: (এর মধ্যে বর্তমান বাধের প্রায় ৫.৫০ কিমি: এবং নির্মানাধীন ৪০ কিমি: বাঁধের মধ্যে ১০-১২ কিমি: বাধ জোয়ারের পানিতে আংশিক বা সম্পুর্ন ধুয়ে যায়) এবং কক্সবাজার জেলায় ৭.৫ কিমি: বাঁধ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ভোলা জেলার ১৮টি দুরবর্তী চরসমুহে কোন বেড়ীবাঁধ নাই যেখানে প্রায় ৫০/৬০ হাজার মানুষ বাস করছে এবং কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া উপজেলা দ্বীপটিতে কোন সুরক্ষিত বেড়ীবাঁধ না থাকায় ঘূর্নিঝড়ের সময় এখানকার প্রায় ১,২৫০০০ জনগোষ্ঠী সবসময়ই দুর্যোগ ঝুকির মধ্যে থকে।

ঘূর্নিঝড়ের ফলে আক্রান্ত এলাকায় লাখ লাখ মানুষ পানিবন্দি হয়েছে। কৃষি ও মৎস সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। সরকারী হিসাব মতে সাতক্ষীরা জেলায় ১৭৬ কোটি টাকার আম, ১২০০০ মৎস ঘের যার আনুমানিক মূল্য ২০০ কোটি। একট একটি উদাহারন মাত্র অন্যান্য জেলায়ও হাজার হাজার মৎষ চাষ ও কৃষি (ধান, তরমুজ, পান মরিচ ইত্যাদি) ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং এদের প্রকৃত হিসাব মূল্য সরকারের হিসাবের চাইতে নিঃসন্দেহে আরও অনেক বেশী হবে।

উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে সামনে আসছে বর্ষাকল। এই মুহুর্তে যদি জরুরী ভিত্তিতে বাঁধসমুহ মেরামত না করা যায় তাহলে জনগনের দুর্ভোগ আরও বাড়বে। যদিও আমাদের মাননীয় পানিসম্পদ উপমন্ত্রী জনাব এনামুল হক শামীম বলেছেন শিগ্রই ক্ষতিগ্রস্থ বাধঁসমুহ মেরামত করা হবে। কিন্তু অভিজ্ঞতায় বোঝা যাচ্ছে এই প্রক্রিয়া আসলে অনেক দীর্ঘ, কারন মেরামতের সাথে যুক্ত পানি উন্নয়ন বোর্ড যদি অন্যন্ত দ্রুততার সাথেও এটি সম্পাদন করতে চায় তাহলে তা আগামী ছয় মাস থেকে এক বছর সময় লেগে যতে পারে।

কিন্তু এখানে প্রশ্ন হচ্ছে জরুরী ভিত্তিতে বাঁধসমুহ মেরামতে পানি উন্নয়ন বোর্ড [পাউরো] না স্থানীয় সরকার [ইউনিয়ন পরিষদ] যুক্ত হবে। আমরা মনে করি বাঁধ মেরামতে পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রক্রিয়াগত দীর্ঘসূত্রিতা রয়েছে, ফলে বর্ষা মৌসুমের আগে তাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধসমুহ মেরামত সম্ভব হবে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ঠ সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। বরং ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ মেরামতে স্থানীয় সরকার বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদকে যুক্ত করে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করা হলে বাধঁ মেরামাত ব্যবস্থাপনার কাজটি গতি পাবে এবং যথাসময়ে শেষ হওয়ায় সম্ভাবনা অনেক বেশী। সুতরাং আমরা এক্ষেত্রে বলতে চাই;

১. বাঁধ মেরামতে ৩০০-৪০০ কোটির টাকার যে প্রাক্কলন করা হয়েছে তা অতি সত্বর অর্থাৎ বর্ষা শুরু হওয়ার পূর্বেই সরকারকে বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে। উক্ত বরাদ্দ পানি উন্নয়ন বোর্ডকে না দিয়ে তা স্থানীয় সরকার বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদকে দিতে হবে।

২. বাঁধ মেরামতে স্থানীয় সরকার অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদকে যুক্ত করতে হবে। মেরামত পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে ইউনিয়ন পরিষদ এবং স্থানীয় জনগনের অংশগ্রহনে করতে হবে। তবে পানি উন্নয়ন বোর্ড শুধুমাত্র কারিগরী পরামর্শ দিলে বাস্তবায়ন আরও কার্যকর হবে।

৩. পানি উন্নয়ন বোর্ড বাঁধ নির্মানের দায়ীত্বে থাকতে পারে, তবে দর্ঘীমেয়াদে অর্থাৎ সব সময়ই বাঁধ সংস্থার, মেরামত ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়সমুহ কিভাবে স্থানীয় সরকারের হতে ন্যস্ত করা যায়, সরকারকে সে বিষয়ে ভাবতে হবে এবং প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রনয়ন করতে হবে।

কোস্ট ট্রাস্ট

উক্ত অবস্থান পত্রে তথ্যসমূহ দিয়ে সহযোগীতা করেছেন জনাব শেখ আসাদ (বাগেরহাট), মোঃ জিয়াউদ্দিন (বরগুনা), জনাব আশিক এলাহী (সাতক্ষীরা) এবং কোস্ট ট্রাস্টের বিভিন্ন পর্যায়ের সহকর্মীগন